ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৪১ ● কলকাতা ● ২৭ মাঘ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

মুকেশ আম্বানির ছেলের বিয়েতে নাচবেন রণবীর-আলিয়া

পৃঃ ৫

মুম্বাই কেন রোহিতকে নেতৃত্ব থেকে সরালো

পৃঃ ৬

'সন্দেশখালিতে শান্তি না ফেরালে ১৪৪ ধারা ভাঙব', রাজ্যপালকে ২৪ ঘণ্টা সময় শুভেন্দুর

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : খোঁজ নেই শাহজাহানের। শাগরেদ উত্তম সর্দার, শিবু হাজরাদের বিরুদ্ধে ফুঁসছে সন্দেশখালি। জ্বলছে পোল্ট্রি ফার্ম, বাগানবাড়ি। রোজই আসছে বিস্ফোরক অভিযোগ। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ গোটা এলাকা। এরইমধ্যে জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা। বন্ধ ইন্টারনেট। এবার সন্দেশখালি ইস্যুকে সামনে রেখে আন্দোলনের তেজ আরও বাড়াতে চাইছে পদ্ম শিবির। এদিন দুপুরেই মিছিল করে সোজা রাজভবন চলে যান বিজেপি বিধায়কেরা। নেতৃত্বে বিধানসভা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একটাই দাবি, অনেক হয়েছে, এবার হস্তক্ষেপ করতে হবে রাজ্যপালকে। দিয়ে দিলেন আল্টিমেটাম।

এদিকে এদিন রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে শুভেন্দু বলেন, "জনগণের মানবাধিকারকে, জনগণের রোষকে কোনওভাবেই পদদলিত করতে বিজেপি দেবে না।

এরপর ৩ পাতায়

বাংলার পর পঞ্জাবেও ভেস্তে গেল ইন্ডিয়া জোট!

একাই লড়বে আপ, ঘোষণা কেজরীওয়ালের

চণ্ডীগড়: নিউজ সারাদিন : বাংলার পর এবার অসমেও ধাক্কা খেল ইন্ডিয়া জোট। বিরোধী জোটকে ফের বড় ধাক্কা দিলেন অরবিন্দ কেজরীওয়াল। আম আদমি পার্টির প্রধান জানিয়ে দিলেন, পঞ্জাবে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে যাচ্ছে না আপ। পঞ্জাবের তেরোটি আসনেই একা লড়বে আম আদমি পার্টি।

পঞ্জাবে এই মুহূর্তে ক্ষমতায় রয়েছে আপ-ই। ফলে আসন ভাগাভাগি নিয়ে কংগ্রেসের শর্ত মানতে চাননি অরবিন্দ কেজরীওয়াল, ভগবন্ত মানরা। ফলে পঞ্জাবে জোট হওয়া নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। এরই মধ্যে অসমেও তিনটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে দেন কেজরীওয়াল। পঞ্জাবে জোট ভেস্তে যাওয়ার পর দিল্লি সহ আরও বেশ কিছু রাজ্যে আপ বিরোধী জোটের পথে কাঁটা ছড়িয়ে দেয় কি না, সেই আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

এ দিন পঞ্জাবের খান্নায় একটি জনসভায় কেজরীওয়াল বলেন, 'দু বছর আগে বিধানসভা ভোটে ১১৭টি আসনের মধ্যে আপনারা ৯২টি আসনে আমাদের জিতিয়েছিলেন। আমি আবার আপনাদের আশীর্বাদ চাইছি। পঞ্জাবের ১৩টি আসনের পাশাপাশি চণ্ডীগড় আসনটিতেও প্রার্থী দেবে আপ। কেজরীওয়াল বলেন, আর কয়েক মাসের মধ্যেই লোকসভা নির্বাচন। চণ্ডীগড়কে ধরলে পঞ্জাবে ১৪টি লোকসভা আসন রয়েছে। সবকটি আসনেই আপ প্রার্থী দেবে। আগামী ১০-১৫ দিনের মধ্যেই সব আসনের প্রার্থী ঘোষণা করে দেওয়া হবে।'

এ দিন কংগ্রেসকেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি কেজরীওয়াল। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস এত বছর ধরে শাসন করেছে। আপনারা যদি বলেন কংগ্রেসের একটা ভাল কাজ বলতে, আমার মনে পড়বে না। অকালি দল এত বছর ক্ষমতায় ছিল, তাদের কোনও ভাল কাজের কথা আপনাদের মনে পড়বে না।'

ডিজিপি-মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব, সন্দেশখালিকাণ্ডে আসরে এবার জাতীয় তফসিলি কমিশন

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিকাণ্ডে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নবান্ন থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মহিলাদের উপর হওয়া অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এরইমধ্যে এবার সন্দেশখালি কেসে নড়েচড়ে বসল ন্যাশনাল কমিশন ফর সিডিউলড কাস্ট কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিজিপি এবং মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলে খবর। তিনদিনের মধ্যে তার জবাব দিতে হবে। নির্দেশ এমনটাই। রিপোর্ট সন্তোষজনক না হলে কমিশনের ফুল বেঞ্চ সন্দেশখালি যাবে। জানাচ্ছেন জাতীয় তফসিলি কমিশনের চেয়ারম্যান অরুণ হালদার।

প্রসঙ্গত, এখনও খোঁজ মেলেনি শেখ শাহজাহানের। এদিকে তাঁর দুই শাগরেদ উত্তম সর্দার, শিবু হাজরাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা সন্দেশখালি। শাসক নেতাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন সন্দেশখালির মহিলারা। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে প্রায়শই গ্রামের আদিবাসী মহিলাদের পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে যাওয়া হত। মারধর করা হত

এরপর ৩ পাতায়

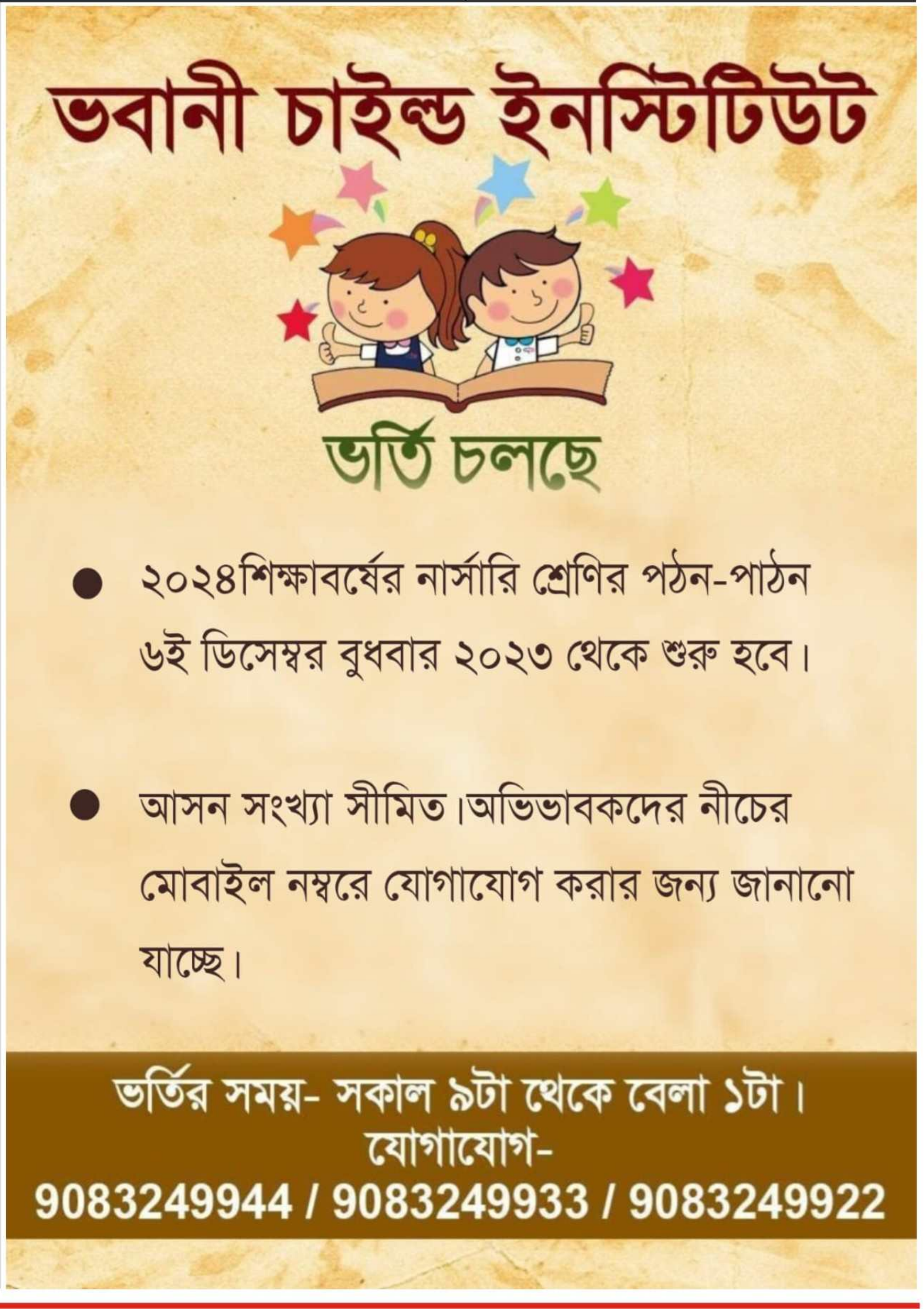

নির্বাচনের ৪৮ ঘণ্টা পার

ভোট-জোটের জটিল হিসাবে পাকিস্তানের রাজনীতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পেশোয়ারে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের বাইরে পিটিআই সমর্থকদের বিক্ষোভ।

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে ৪৮ ঘণ্টারও বেশি সময় আগে। তবে এখনো শেষ হয়নি ফল ঘোষণা। অন্তত ১০টি আসনের ফলাফল এখনো অপেক্ষমান। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, সবচেয়ে বেশি আসনে জয় পেয়েছেন ইমরান খানের সমর্থক স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। কিন্তু তারপরও তাদের জন্য সরকার গঠন অনিশ্চিত। কে কীভাবে সরকার গঠন করবে তা নিয়ে চলছে নানা জল্পনা।

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ৩৩৬টি। এর মধ্যে ২৬৬ আসনে সরাসরি নির্বাচন হয়। বাকি ৭০টি সংরক্ষিত আসন, যার মধ্যে ৬০টি নারীদের ও ১০টি অমুসলিমদের জন্য। এবার একটি আসনের নির্বাচন স্থগিত হওয়ায় মোট ২৬৫ আসনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে দলগুলোকে। নির্বাচনে বিজয়ী হতে অন্তত ১৩৪টি আসন পেতে হবে তাদের।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডনের তথ্য বলছে, ভোট হওয়া ২৬৫ আসনের মধ্যে ইমরান খান সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সবচেয়ে বেশি আসন পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। তারা জিতেছেন ৯২ আসনে।

এরপর ৭১টি আসনে জিতেছে রয়েছে নওয়াজ শরিফের মুসলিম লীগ (পিএমএল-এন)। ৫৪ আসনে জিতে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বিলওয়াল ভুট্টো জারদারির দল পিপিপি।

তবে জিও নিউজের খবরে বলা হচ্ছে, ইমরানপন্থি স্বতন্ত্ররা জিতেছেন ৯৪ আসনে। পিএমএল-এন পেয়েছে ৭৪ এবং পিপিপি পেয়েছে ৫৪ আসন। ১৭টি আসনে জিতে এমকিউএম-পি রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে। এছাড়া, অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জিতেছেন নয়টি আসনে।

আবার, কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, ইমরান সমর্থক প্রার্থীরা ৯৬ আসনে, পিএমএল-এন ৭৫ এবং পিপিপি জিতেছে ৫৪ আসনে। এখনো ১০টি আসনের ফলাফল পাওয়া যায়নি।

নিয়ম অনুযায়ী কোনো দল যদি এককভাবে সরকার গঠন করতে চায় তাহলে সংরক্ষিত আসন ছাড়াই অন্তত ১৩৪টি আসনে জয় পেতে হবে এবং সংরক্ষিত আসনসহ পেতে হবে ১৬৯টি।

অর্থাৎ, এবারের নির্বাচনে কোনো দলই যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না, তা নিশ্চিত। ফলে সরকার গড়তে জোট গঠন অবধারিত হয়ে পড়েছে। এ নিয়ে আলোচনাও শুরু হয়ে গেছে।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ইমরানপন্থিদের সরকার গঠন আটকাতে ক্ষমতা ভাগাভাগিতে রাজি হয়েছে নওয়াজ ও বিলওয়াল ভুট্টোর দল। পিএমএল-এন প্রেসিডেন্ট ও নওয়াজ শরিফের ভাই শাহবাজ শরিফ বিলওয়াল ভুট্টো ও তার বাবা সাবেক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারির সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

জানা গেছে, পাঞ্জাবের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের বাসায় পাকিস্তান পিপলস পার্টির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন শাহবাজ শরিফ। এসময় সরকার গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন পেয়েও বেশ বিপাকে রয়েছেন ইমরান সমর্থিত প্রার্থীরা। কারণ, দলীয়ভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারায় তারা সংরক্ষিত আসন পাবেন না। ফলে পিটিআই'র পক্ষে সরকার গঠন করা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী, স্বতন্ত্ররা তিন দিনের মধ্যে যেকোনো দলে যোগ দিয়ে সরকার বা বিরোধী দল গঠনে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

এক্ষেত্রে আলোচনায় উঠে এসেছে এমডব্লিউএম নামে একটি দল। দলটি এ পর্যন্ত মাত্র একটি আসনে জিতেছে। তবে বিজয়ী ইমরানপন্থি স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এমডব্লিউএমের ছাতার নিচে জড়ো হয়ে সরকার গঠন করতে না পারলেও শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার ড্রোন হামলায় শিশুসহ নিহত ৭

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় খারকিভ শহরে রাশিয়ার ড্রোন হামলায় সাতজন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে তিনজনই শিশু। আঞ্চলিক গভর্নর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সামাজিক নেটওয়ার্ক টেলিগ্রামের এক পোস্টে গভর্নর ওলেগ সিনেগুবোভ বলেন, দুর্ভাগ্যবশত খারকিভে দখলদারদের হামলায় সাতজন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে তিন শিশু রয়েছে যাদের বয়স ৭ এবং ৪ বছর। এছাড়া অপর একটি শিশুর বয়স ছয় মাস বলে জানা গেছে।

এর আগে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে রুশ-নিয়ন্ত্রিত লিসিচানস্ক শহরের একটি বেকারিতে হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ২৮ জনের মৃত্যু হয়। হামলার শিকার ওই ভবনটিতে একটি রেস্টুরেন্টও রয়েছে। রুশ কর্মকর্তারা জানান, সেখানে হামলার ঘটনায় নারী, শিশুসহ বেশ কয়েকজন প্রাণ হারান।

এর আগে ইউক্রেনের মধ্যাঞ্চলে ব্যাপক ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এসব হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল বিদ্যুৎ অবকাঠামো। এতে ইউক্রেনের হাজার হাজার মানুষ বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

সে সময় ইউক্রেনের বিমানবাহিনী জানায়, অন্তত ২৪টি ইরানি দিয়ে ড্রোন হামলা চালিয়েছে মস্কো। এসব হামলায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দিনিপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলের অবকঠামোগুলো।

এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পক্ষ থেকে ইউক্রেনকে আরও অর্থ সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছে হাঙ্গেরি। কিন্তু এবার তাদের আপত্তিকে পাশ কাটিয়েই কিয়েভকে টাকা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ইইউর বাকি সদস্য দেশগুলো।

পরিকল্পনা অনুসারে, ২০২৪ থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে ইউক্রেনকে ঋণ হিসেবে ৩ হাজার ৩০০ কোটি ইউরো এবং অনুদান হিসেবে আরও ১ হাজার ৭০০ কোটি ইউরো দেওয়া হবে। আর এই অর্থ যাবে সরাসরি ইইউ'র তহবিল থেকে।

২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই কিয়েভকে অর্থ সহায়তা দিয়ে আসছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটি দেওয়া হয়েছে আন্তঃসরকার চুক্তির মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে অর্থ দিতে প্রতি বছর প্রত্যেক সদস্য দেশের অনুমোদন দরকার হয়। পদ্ধিতিটি ইইউ বাজেট ব্যবহারের তুলনায় অনেক বেশি জটিল।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বর্তমানে ভয়াবহ অর্থ সংকটে রয়েছে ইউক্রেন। অতিরিক্ত সহায়তা না পেলে আগামী মার্চ মাস থেকে সাধারণ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার টাকাও থাকবে না কিয়েভের হাতে।

ইউক্রেনকে আরও অর্থ সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি বেশ কিছুদিন ধরে মার্কিন কংগ্রেসে আটকে রয়েছে। এর ফলে প্রধানতম মিত্র ও দাতা যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আশানুরূপ কিছু দেখছে না ইউক্রেন। এ অবস্থায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তাই বড় ভরসা হয়ে উঠেছে কিয়েভ সরকারের কাছে।

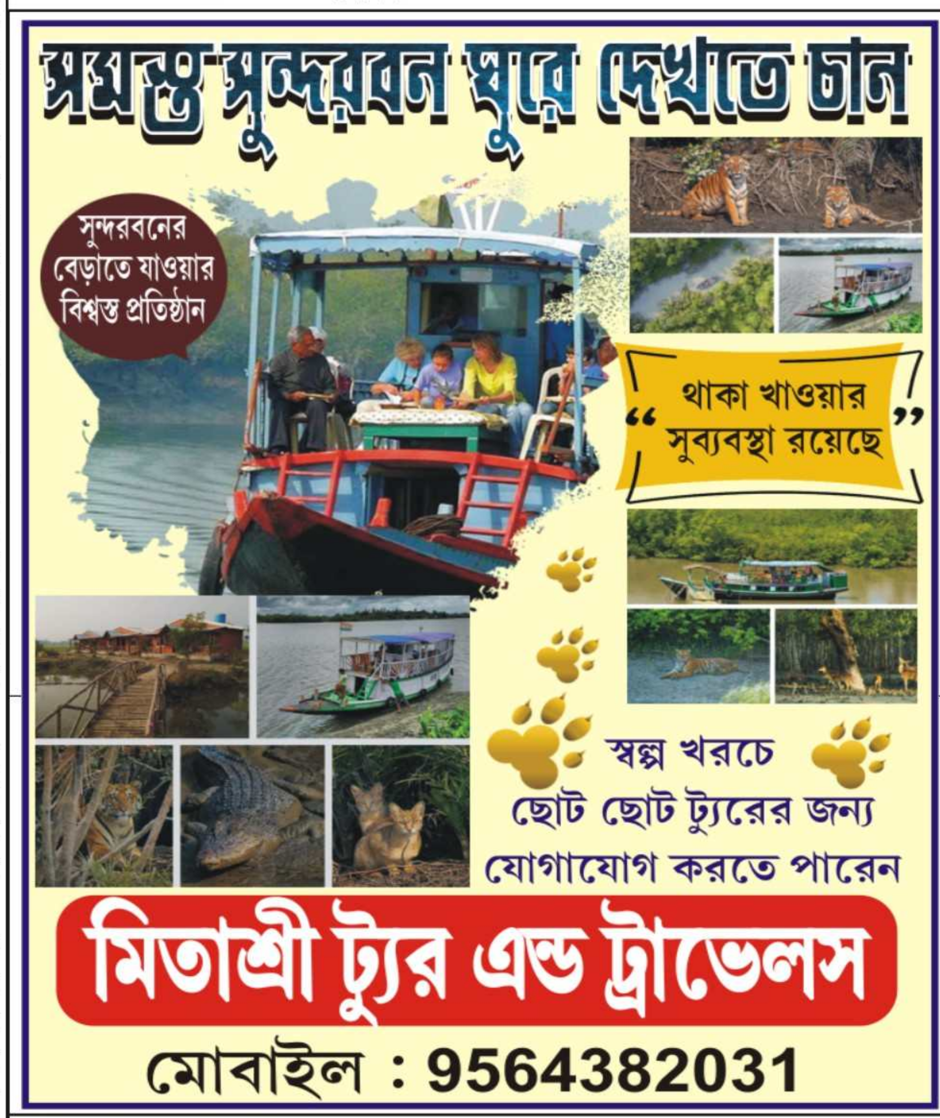

নির্বাচনে দাঁড়াবো কি না

নির্ভর করছে দিদির ওপর: দেব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০১৪ ও ২০১৯ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে পরপর দু'বার লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেন টালিউড অভিনেতা দীপক অধিকারী (দেব)। এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ঘাটালের ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু সম্প্রতি গুঞ্জন শুরু হয়েছে, দেব নাকি আর নির্বাচন করবেন না। এমনকি, তিনি রাজনীতিই ছেড়ে দিচ্ছেন বলেও শোনা গেছে।

সম্প্রতি ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান, বীরসিংহ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান এবং ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর বিতর্ক উসকে দিয়েছিলেন দেব নিজেই।

এরপরই পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, দেবের ইস্তফা শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তার এই মন্তব্যের পর গুঞ্জন আরও বেড়ে যায়- দেব কি তাহলে বিজেপিতে যাচ্ছেন?

লোকসভা নির্বাচনের আগে গত বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) ছিল ভারতীয় পার্লামেন্টের শেষ অধিবেশন। তাতে যোগদান শেষে দিল্লি থেকে প্লেনে কলকাতায় ফেরেন দেব। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার পর গণমাধ্যমকর্মীদের মুখোমুখি হন এ অভিনেতা।

তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ার গুঞ্জন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দেব বলেন, আমি দল ছাড়তে যাবো কেন? অন্য দলেই বা যাবো কেন? আমি দলের কাছে কী চেয়েছি যে, দল আমাকে না বলেছে, যে কারণে আমি দল ছাড়তে যাবো?

অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ বলেছিলেন, দেব বিজেপির এক বড় নেতার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তৃণমূল সংসদ সদস্য বলেন, ও হয়তো আমার বিষয়ে আমার চেয়েও বেশি জানে। ওকে গিয়েই জিজ্ঞাস করুন। তবে আমার সঙ্গে এমন কোনো নেতার কথা হয়নি।

আপনি কি সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করবেন? উত্তরে দেব পাল্টা প্রশ্ন করেন, কেন পদত্যাগ করবো?

রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাওয়ার গুঞ্জনের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, যে রাজনীতির কথা আপনারা বলছেন, সেই রাজনীতি আমি গত ১০ বছরে করিনি। আমি যে রাজনীতিতে বিশ্বাস করি, তা হচ্ছে মানুষের উন্নয়ন, মানুষকে ভালো রাখা, মানুষের শান্তি বজায় রাখা। শেষ ১০ বছরে আমার মনে হয় না আমি এমন কোনো মন্তব্য করেছি যে, অন্য দলের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে অশান্তি লাগবে। আমি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি, সেটাই করছি। মানুষের উন্নয়ন ও ভালো কাজ করার জন্য কোনো পদের দরকার পড়ে না। এমনিও কাজ করা যেতে পারে।

দেব আরও বলেন, আগামী দিনে আমি লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়াবো কি না সেটি পুরোপুরি দিদির (মমতা ব্যানার্জী) ব্যাপার। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি আমার দলের নেত্রী। আমার সঙ্গে দিদির গত ১০ বছর ধরে কথা হচ্ছে। নতুন করে কথা বলার কিছু নেই।

ঘাটালের সংসদ সদস্য বলেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি মমতা ব্যানার্জীর ওপর থাকলেও আমি নির্বাচনে দাঁড়াবো কি না একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। অবশ্যই আমার মাথায় কিছু একটা চলছে। মিথ্যা বলবো না, অস্বীকারও করবো না, জল্পনাও বাড়াবো না। আমার মাথায় চলছে, এবার আমি নির্বাচনের লড়াই থেকে সরে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু আমার কাছে সম্পর্কটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দেব বলেন, আমি আজ পর্যন্ত কারও সঙ্গে কোনো বাজে কথা বলিনি। সে কারণে আমার সঙ্গে সবার সম্পর্ক ভালো। আমি দিদিকে অত্যন্ত ভালোবাসি। আমার একার সিদ্ধান্তে কিছু হবে না। এটি পুরোপুরি দিদির ওপর নির্ভর করছে। আমি আমার মনের কথা দিদিকে জানিয়েছি।

সুনামগঞ্জে সোয়া কোটি টাকার ভারতীয় পেঁয়াজসহ আটক ৮

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুনামগঞ্জে ৪৫ হাজার ৪৮০ কেজি (৪৫ মেট্রিক টন) ভারতীয় পেঁয়াজসহ আটজনকে আটক করেছে পুলিশ। যার আনুমানিক বাজারমূল্য এক কোটি ১৯ লাখ ৬৫ হাজার ৮০০ টাকা।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানায় পুলিশ।

পুলিশ জানায়, সুনামগঞ্জের সীমান্ত দিয়ে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে ছয়টি ট্রাক ও একটি পিকআপে করে ৪৫ টন ভারতীয় পেঁয়াজ আনা হচ্ছিল। সুনামগঞ্জ পৌর শহরের আব্দুজ জহুর সেতু দিয়ে এসব পেঁয়াজ বিভিন্ন জেলায় যাওয়ার পথে পুলিশ ট্রাকসহ জব্দ করে। পরে এরসঙ্গে জড়িত আটজনকে আটক করা হয়।

সুনামগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদ চৌধুরী বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে।

দখলকৃত অঞ্চলে অর্থনৈতিক সংকটের

কথা স্বীকার করেছেন নেতানিয়াহু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইহুদিবাদী ইসরায়েলের অধিকৃত অঞ্চলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অবনতির বিষয়ে মার্কিন

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

দখলকৃত অঞ্চলে অর্থনৈতিক সংকটের কথা স্বীকার করেছেন নেতানিয়াহু

বাণিজ্যিক রেটিং সংস্থা মুডির প্রতিবেদন স্বীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু।

হামাসের সাথে গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ইসরাইলের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ভাটা পড়েছে। সার্বিক এ পরিস্থিতিতে মার্কিন বাণিজ্যিক রেটিং সংস্থা মুডি দেশটির ক্রেডিট স্কোর 'স্থিতিশীল' থেকে 'নেতিবাচক'-এ নামিয়েছে। শনিবার ইসরায়েলভিত্তিক সংবাদ সংস্থা দ্যা জেরুসালেম পোস্টের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজায় হামাসের সাথে চলমান যুদ্ধের প্রভাবের কারণে মার্কিন রেটিং সংস্থা মুডি শুক্রবার ইসরায়েলের ক্রেডিট রেটিং কমিয়েছে। সংস্থাটি ইসরায়েলের রেটিং অ১ থেকে অ২-এ এক ধাপ কমিয়েছে। ইসরায়েলের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ খাতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেও জানানো হয়েছে।

একটি বিবৃতিতে মুডি বলেছে যে- 'হামাসের সাথে চলমান সামরিক সংঘর্ষ, এর পরবর্তী এবং বিস্তৃত পরিণতি বস্তুগতভাবে ইসরায়েলের জন্য রাজনৈতিক ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। একইসাথে দেশটির নির্বাহী ও আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং এর আর্থিক শক্তিকে দুর্বল করে দেয় অদূর ভবিষ্যতের জন্য এটি মূল্যায়ন করার পরে মুডি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মুডি আরো বলেছে, ইসরায়েলের আর্থিক শক্তিকে এক ধাপ নামানোর অন্যতহ আরো একটি কারণ হলো তার উত্তর সীমান্তে হিজবুল্লাহর সাথে সংঘর্ষ বৃদ্ধির ঝুঁকি। সেটা হলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে। মুডিস বলছে, এই সংঘাতে হিজবুল্লাহ জড়িয়ে পড়লে ইসরায়েলের অখণ্ডতা আরও বড় ঝুঁকির মুখে পড়বে।

১-ম পাতার পর

'সন্দেশখালিতে শান্তি না ফেরালে ১৪৪ ধারা ভাঙব', রাজ্যপালকে ২৪ ঘণ্টা সময় শুভেন্দুর

স্বামীদের। অভিযোগ, শুক্রবার গভীর রাতে সিতুলিয়ায় বিজেপি কর্মী ভুজঙ্গ দাসের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা হামলা করে। ঘটনায় পুলিশি মদতেরও অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের এক মহিলা বলেন, পুলিশের সঙ্গে প্রায় ২০-৩০ জন এসেছিল। আমাদের জানলা ভেঙে দিয়েছে। বাচ্চাকে ফেলে দিয়েছে। আমার চুল ধরে টেনেছে, নাইটি ধরে টেনেছে। প্রসঙ্গত, তপ্ত সন্দেশখালিতে ইতিমধ্যেই অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা। এরইমধ্যে আবার শাহজাহান-উত্তম-শিবুদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এরইমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিজিপি এবং মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করল জাতীয় তফসিলি কমিশন। রিপোর্ট তলব করায় নতুন করে চাপানউতর শুরু হয়েছে। এদিকে সন্দেশখালিকাণ্ডে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে শনিবার দুপুরে রাজভবন গিয়েছিল বিজেপি বিধায়কেরা। ২৪ ঘণ্টার ডেডলাইনও দিয়ে এসেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

১-ম পাতার পর

মুর্শিদাবাদের জন্য হাজার কোটির বেশি উপহারের ডালি নিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

আমাদের মহিলা মোর্চা, যুব মোর্চা পথে নামতে চলেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়করা সোমবার বিধানসভায় জড়ো হয়ে ১৪৪ ভাঙার জন্য সন্দেশখালি যাব।" এখানেই না থেমে একেবারে আল্টিমেটাম দিয়ে বলেন, "আমরা রাজ্যপালকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়ে গেলাম। কালকের মধ্যে যদি শান্তি ফিরিয়ে না আনা হয় তাহলে সোমবার ১৪৪ ভাঙব। কত ক্ষমতা আছে আমাদের গ্রেফতার করুন। কত ক্ষমতা আছে আমরা দেখতে চাই।" এদিনই ১৪৪ ধারার গেজেট নোটিফিকেশন রাজভবনের সামনেই পোড়াতে দেখা যায় বিজেপি বিধায়কদের। প্রসঙ্গত, সন্দেশখালি ১ এবং ২ এলাকা জুড়ে মোট ১৬ টি পঞ্চায়েত জুড়ে এই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে বলে খবর। যা নিয়েও চলছে চাপানউতোর। এই সন্দেশখালিতেই একদিন আগে খবর করতে গিয়ে মার খেতে হয়েছিল টিভি-৯ বাংলার প্রতিনিধিদের। যা নিয়ে সরব হয়েছিল বিরোধীরা। নিন্দা করেছিল তৃণমূলও।

এলই না তৃণমূল, বিরোধ সিপিএমের সঙ্গে, ভোটের আগেই ছত্রখান ইন্ডিয়া জোট?

নয়া দিল্লি: নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আগেই কি ভেঙে টুকরো টুকরো হবে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া (INDIA)? একদিকে নীতীশ কুমারের জেডিইউ (JDU) ও উত্তর প্রদেশের রাষ্ট্রীয় লোক দল (RLD) জোট ভেঙেছে। ক্রমশ দূরত্ব বাড়াচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টিও। এবার সংসদে রাম মন্দির নিয়ে ধন্যবাদ প্রস্তাবে (Motion of Thanks) অংশ নেওয়া নিয়েও চরম বিরোধ ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে। বৈঠকে অংশই নিল না তৃণমূলের (TMC) কোনও সাংসদ। অন্যদিকে, ধন্যবাদ প্রস্তাবে অংশ নিতে নারাজ সিপিআইএমও। শনিবার সংসদের বাজেট অধিবেশনের শেষদিনে রাম মন্দির নিয়ে ধন্যবাদ প্রস্তাব আনছে সরকার। লোকসভায় বক্তব্য রাখবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপির সকল সাংসদকে উপস্থিত থাকার জন্য হুইপ জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, এ দিনই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকেন কংগ্রেস সভাপতি তথা জোটের কনভেনার মল্লিকার্জুন খাড়্গে। প্রথমে মল্লিকার্জুন খাড়্গের বাসভবনে বৈঠক ডাকা হলেও, পরে সংসদে বিরোধী দলনেতার ঘরেই বৈঠক হয়। সরকারের রাম মন্দির নিয়ে ধন্যবাদ প্রস্তাবে বিরোধীরা উপস্থিত থাকবেন কি না, তা নিয়ে আলোচনার জন্য এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না তৃণমূলের কোনও সাংসদই। লোকসভায় যখন ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে, সেই সময়ও উপস্থিত থাকবেন না তৃণমূলের কোনও সাংসদ, এমনটাই সূত্রের খবর। সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে উপস্থিত সিপিআইএমের প্রতিনিধি জন ব্রিটা ইন্ডিয়া জোটের সদস্যদের ধন্যবাদ প্রস্তাবে উপস্থিত থাকা নিয়ে আপত্তি জানান। তিনি বলেন, "আজ পর্যন্ত সংসদে কখনও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কোনও প্রস্তাবনা আনা হয়নি। সংবিধানে লেখা রয়েছে, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। বিশেষ কোনও ধর্মকে তুলে ধরার জন্য সংসদে কখনও প্রস্তাবনা আনা উচিত নয়। এই ধরনের প্রস্তাবনার আলোচনায় অংশ নেওয়া উচিত নয়।"

ইন্ডিয়া জোটের সদস্যদের মধ্যে সংসদের প্রস্তাবনায় অংশ নেওয়া নিয়ে তুমুল মতবিরোধ বাধে। এরপরই কংগ্রেস আলাদাভাবে সংসদীয় বৈঠক করে, সেই বৈঠকেই কংগ্রেস ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কোন কোন দল অংশ নেবে, তার সিদ্ধান্তও এই দলগুলির উপরেই ছেড়ে দেয় কংগ্রেস।

লোকসভা নির্বাচনের আগেই চালু হবে CAA, বড় ঘোষণা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়া দিল্লি: নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আগেই চালু হবে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ (CAA)। জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (অসরঃ ঝযধয)। শনিবার একটি বাণিজ্য সম্মেলনেই যোগ দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "২০১৯ সালে এই আইন তৈরি হয়ে গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগেই এই আইন কার্যকর করা হবে। শীঘ্রই এই সংক্রান্ত নিয়ম জারি করা হবে।"

এ দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সিএএ প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের মুসলিম ভাইদের সিএএ নিয়ে ভুল বোঝানো হচ্ছে এবং উসকানো হচ্ছে। যারা পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের নিপীড়নের শিকার হওয়ার পর ভারতে এসেছিলেন, তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য সিএএ তৈরি করা হয়েছে। কারোর ভারতীয় নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য এই আইন আনা হয়নি।"

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ফলাফল কেমন হবে, সে সম্পর্কেও পূর্বাভাস দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, "৩৭০টি আসনে জয়ী হবে বিজেপি, এনডিএ ৪০০-রও বেশি আসন পাবে লোকসভা নির্বাচনে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বেই তৃতীয়বার সরকার গঠন হবে।"

তিনি আরও বলেন, "লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কোনও ধোঁয়াশা নেই। এমনকী, কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও বুঝে গিয়েছে তাদের আবার বিরোধী বেঞ্চেই বসতে হবে। আমরা ৩৭০ অনুচ্ছেদ অবলুপ্ত করেছি। আমাজের বিশ্বাস দেশের জনগণ বিজেপিকে ৩৭০টিরও বেশি আসনে জয়ী করে আশীর্বাদ করবে।"

রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাফ বলেন, "রাহুল গান্ধীর এই যাত্রা করার কোনও অধিকারই নেই কারণ তাঁর দলই ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের জন্য দায়ী ছিল।"

সংসদে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা নিয়ে অমিত শাহ বলেন, "এটা সময়ের প্রয়োজন ছিল। কংগ্রেস শাসিত ইউপিএ সরকার ২০১৪ সালে ক্ষমতা হারানোর সময় কী অব্যবস্থা তৈরি করে গিয়েছিল, তা জানার অধিকার রয়েছে দেশবাসীর। ওই সময়ে (২০১৪ সালে) দেশের অর্থনীতির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। সব কিছুতেই দুর্নীতি হচ্ছিল। বিদেশি বিনিয়োগ আসছিল না। তাই শ্বেতপত্র প্রকাশ করার প্রয়োজন ছিল।"

তিনি আরও বলেন, "বিগত ১০ বছরে আমাদের সরকার অর্থনীতির হাল ফিরিয়েছে, বিদেশি বিনিয়োগ এনেছে। আজ কোথাও দুর্নীতি নেই। এটাই শ্বেতপত্র প্রকাশের সঠিক সময় ছিল।"

রাম মন্দিরের প্রসঙ্গেও কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, "৫০০-৫৫০ বছর ধরে দেশবাসীর বিশ্বাস ছিল শ্রীরামের জন্মস্থানেই মন্দির তৈরি হওয়া উচিত। কিন্তু রাজনৈতির তুষ্টিকরণ ও আইনশৃঙ্খলার কারণ দেখিয়ে রাম মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না।"

চলতি সপ্তাহেই উত্তরাখণ্ডে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি পাশ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, "এটা দীর্ঘ সময় থেকেই সাংবিধানিক অ্যাজেন্ডায় ছিল। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সহ অন্যান্যরা স্বাক্ষর করেছিলেন তাতে। কিন্তু কংগ্রেস তুষ্টিকরণের জন্য এটা এড়িয়ে যাচ্ছিল। উত্তরাখণ্ডে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে সামাজিক পরিবর্তন আসবে। সমস্ত ফোরামে এটা নিয়ে আলোচনা হবে। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মভিত্তিক দেওয়ানি বিধি থাকতে পারে না।"

আমেরিকা থেকে ৩১ ড্রোন কিনছে ভারত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আমেরিকার কাছ থেকে অত্যাধুনিক ড্রোন কিনতে চেয়েছিল ভারত। এতে অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এর মাধ্যমে ৪০ হাজার কোটি টাকা দিয়ে ৩১টি এমকিউ ৯বি সি গার্ডিয়ান ড্রোন কিনবে ভারত। ডিফেন্স সিকিউরিটি কোঅপারেশন এজেন্সি এজন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। তারা সিনেটকেও বিষয়টি জানিয়েছে।

গতবছর প্রধানমন্ত্রী মোদীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময়ই ভারত এই ড্রোন কিনতে চায়। এই ড্রোনগুলি ভারত সরকার সরাসরি মার্কিন সরকারের কাছ থেকে কিনতে চেয়েছে। তাই বাইডেন প্রশাসনের অনুমোদন জরুরি। ডিফেন্স সিকিউরিটি কোঅপারেশন এজেন্সি জানিয়েছে, এই ড্রোন বিক্রি অ্যামেরিকার পররাষ্ট্র নীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেই হচ্ছে। এর ফলে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আরো মজবুত হবে। ইন্দো-প্যাসিফিক ও দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে।

তারা আরও বলেছে, এই ড্রোন হাতে পেলে ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন মিটবে। সমুদ্র ও স্থলভাগে মানবহীন এই ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি করা যাবে। ভারত তার সেনাবাহিনীকে আধুনিক করতে চায়। তারা এই ড্রোনগুলি সেনার কাজে লাগাতে পারবে।

গত প্রায় ছয় বছর ধরে এই ড্রোন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর মার্কিন সফরের সময় বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। ভারতীয় নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী এই ড্রোনগুলি ব্যবহার করবে।

কিছু মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছিল, এই ড্রোন বিক্রি করার বিষয়টি স্থগিত রেখেছে আমেরিকা। মার্কিন মুলুকে খালিস্তানি নেতাকে হত্যার চেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল, আমেরিকা এই ড্রোন বিক্রিতে সম্মতি দিয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০৪১ সংখ্যা ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ রবিবার, ২৭ মাঘ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

খেজুর গুড়ের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বব্যাপী

যশোরের যশ, খেজুরের রস- এই প্রবাদের প্রচলন অনেক পুরনো। ইতিহাস বলে, শত শত বছর আগে থেকেই যশোরের খেজুর গুড়ের সুখ্যাতি ছিল। ব্রিটিশ আমলে এখানে গড়ে উঠেছিল শতাধিক খেজুর চিনির কারখানা। ঐতিহাসিক নিহাররঞ্জন রায় তাঁর গ্রন্থ বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব-এ নলেন গুড়ের বন্দনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, এই বঙ্গদেশে যে তিন রকমের রস থেকে গুড় তৈরি হয় তা হলো আখ, খেজুর ও তাল। তবে এর মধ্যে স্বাদে-গন্ধে খেজুরের রসই সেরা। ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্রের যশোহর খুলনার ইতিহাস বইতে পাওয়া যায়, ১৯০০-১৯০১ সালে পূর্ববঙ্গে খেজুরের গুড় তৈরি হয়েছে ২১ লাখ ৮০ হাজার ৫৫০ মণ। এর মধ্যে শুধু যশোরেই তৈরি হয়েছে ১৭ লাখ ৯ হাজার ৯৬০ মণ গুড়। ১৮৬১ সালে মিস্টার নিউ হাউস চৌগাছার কপোতাক্ষ নদের পারে তাহেরপুরে প্রথম খেজুরের গুড় উৎপাদনের যান্ত্রিক কারখানা গড়ে তোলে। ওই কারখানার উৎপাদিত গুড় ইউরোপে রপ্তানি হয়েছে। পরবর্তী সময়ে যশোরের বিভিন্ন গ্রামে ১১৭টি কারখানা গড়ে ওঠে। কিন্তু কালের পরিক্রমায় নানা অনিয়মে খেজুরের রস আহরণে গাছিরা অনাগ্রহী হয়ে ওঠেন। কমে যায় রস আহরণ এবং গুড়ের উৎপাদন। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমি খেজুর গুড়ের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরছি টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও আমার লেখালেখিতে। তুলে ধরেছি গাছিদের নানা সংকটের কথা। প্রচার-প্রচারণায় বেড়েছে ঐতিহ্যবাহী খেজুর গুড়ের চাহিদা। সরকারের প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে পুরনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার। এরই ধারাবাহিকতায় যশোরের চৌগাছা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদ আয়োজন করে 'গুড় মেলার'। ২০২৩ সালে প্রথমবার খেজুর গুড়ের মেলার আয়োজনের উদ্যোগ নেন সেই সময়কার চৌগাছা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ইরুফা সুলতানা। আমি কথা বলেছি তার সঙ্গে। তিনি বলেন, শুধু মেলার আয়োজনই নয়, গাছিদের ডেটাবেইজ তৈরি থেকে শুরু করে অনলাইনে গুড় বিক্রির প্ল্যাটফরম তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, স্কাউটদের গাছকাটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। চৌগাছা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্বরূপদাহ ইউনিয়নের খড়িঞ্চা বাঁওড়ের দুই পাশে প্রায় ৭২ একর খাস জমি দখলমুক্ত করে দুটি খেজুরবাগান প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বাগান দুটিতে ২৫০০ খেজুরগাছ রোপণ করা হয়। এ ছাড়াও উপজেলার কপোতাক্ষ ও ভৈরব নদের তীর, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের সীমানা এবং বিভিন্ন সড়কের ধারে ৫০ লক্ষাধিক খেজুর বীজ রোপণ করা হয়। ইরুফা সুলতানা এখন কর্মরত আছেন কুষ্টিয়ার খোকশা উপজেলায়। তার নেওয়া উদ্যোগগুলোকে সযত্নে ধারণ করছেন চৌগাছার বর্তমান নির্বাহী কর্মকর্তা সুস্মিতা সাহা। তার আমন্ত্রণে এবার গুড় মেলা দেখতে যাই আমি। সুস্মিতা সাহা বলেন, গুড় মেলার মাধ্যমে গুড়ের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি, এতে গুড় শিল্পের বিকাশ হবে বলে আশা করছেন তারা। গুড় মেলায় কৃষক এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সেতুবন্ধ রচিত হয়েছে। এর মাধ্যমে সচেতন হচ্ছেন মানুষ। মেলায় অংশগ্রহণ করা গাছিরা বললেন, মেলার ফলে তাদের বিক্রি বেড়েছে। গুড়ের ন্যায্য দাম যেমন তারা পাচ্ছেন, পাচ্ছেন মানুষের ভালোবাসাও। খেজুরগাছকে বলা হয় মধুবৃক্ষ। সবচেয়ে অযত্নে-অবহেলায় বড় হয়, অথচ এ গাছ থেকেই পাওয়া যায় সুঘ্রাণের মধুরস। যশোরের আবহাওয়া ও পরিবেশ খেজুরগাছের জন্য উপযোগী। তাই এখানে অনেক আগে থেকেই খেজুর গাছের আধিক্য। খেজুরগাছ কাটা থেকে রস সংগ্রহ এবং গুড় তৈরির কাজটি করতে হয় দক্ষতার সঙ্গে নিপুণ হাতে। না হলে গুড়ে কাঙ্ক্ষিত স্বাদ আসে না। যশোর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর সূত্রে বলছে, এ জেলায় মোট খেজুরগাছের সংখ্যা ১৬ লাখ ৪১ হাজার ১৫৫টি। এর মধ্যে রস উৎপাদিত হয় এমন খেজুরগাছের সংখ্যা ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৯৫৫টি। বছরে ৫ কোটি ২৪ লাখ ৯৩ হাজার ২৫০ লিটার রস উৎপাদন হয়। গুড় উৎপাদিত হয় ৫২ লাখ ৪৯ হাজার ৩২৫ কেজি। যার মূল্য ১০০ কোটি টাকার ওপরে। বর্তমানে জেলার আট উপজেলায় গাছির সংখ্যা ১৩ হাজার ১৭৩ জন। মেলায় যাওয়ার আগে ভোররাতে গিয়েছিলাম চৌগাছা উপজেলার হাজীপুর গ্রামের রস পাড়া ও গুড় তৈরির প্রক্রিয়া দেখতে। অন্ধকার থাকতেই রস নামাতে হয়। রস সংগ্রহ করতে করতে বেশ কয়েকজন গাছির সঙ্গে কথা হয় আমার। গাছিদের একজন হারুন-অর-রশীদ। তিনি চুক্তিভিত্তিক কাজ করেন। গাছকাটা, রস সংগ্রহ থেকে শুরু করে গুড় বানানো পর্যন্ত সব কাজই করেন নিজ হাতে। তিনি জানালেন, আগের মতো খেজুর গাছ নেই, একই সঙ্গে কমছে গাছির সংখ্যাও। গাছিদের পরবর্তী প্রজন্ম এই পেশায় আগ্রহী হচ্ছেন না। সংকটের আরেকটি কারণ পরিশ্রম ও উৎপাদন খরচ অনুযায়ী গুড়-পাটালির ন্যায্য দাম না পাওয়া। রফিকুল ইসলাম ও কেনু মন্ডল নামের দুজন খেজুর গাছ থেকে রস পাড়ছিলেন। কথা হয় তাদের সঙ্গে। রফিকুল ইসলাম বলেন, কালের বিবর্তনে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে খেজুরের গাছ ও রস। এক সময় রাস্তার মেঠো পথের দুই পাশে চোখ বুলালেই চোখে পড়তো খেজুরগাছের সারি। আর এখন এমন দৃশ্য চোখে পড়ে না। বিভিন্ন দুর্যোগের কারণে দিন দিন খেজুরের গাছ কমতে থাকায় গাছিরাও বেছে নিয়েছেন অন্য পেশা। বছর বিশেক আগেও কনকনে শীতে হারিকেন জ্বালিয়ে চোরের ভয়ে গভীর রাত পর্যন্ত রসের হাঁড়ি পাহারা দিতে হতো। পুরো শীতকাল ব্যস্ত থাকতে হতো খেজুরের রস এবং রসের গুড় তৈরি নিয়ে। এখন যে গাছ আছে তাতেও তেমন রস মিলছে না। শীতের সময় রস সংগ্রহের পরে খেজুর গাছগুলোতে আর পরিচর্যা করা হয় না বলে গাছে শীতের সময় রস হয় না। বিশেষ করে প্রতিটি এলাকায় কৃষকরা তাদের অভাব-অনটনের কারণে রসের খেজুর গাছগুলো কেটে ইটভাটায় বিক্রি করে দিয়েছে অনেকেই। রস সংগ্রহের জন্য গাছের সংকট দেখা দিচ্ছে। একদিকে চাহিদার তুলনায় রসের জোগান অনেক কম, অন্য দিকে ভেজাল গুড়ে বাজার সয়লাব। এতে করে আসল খেজুর গুড়ের স্বাদ হতে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। গ্রামের অনেকের সঙ্গে কথা হয়। তারা জানালেন, ইটভাটা, গাছি সংকট, ধান-সবজি চাষ- এই তিন কারণে যশোরের ঐতিহ্যের খেজুর গুড় হারিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি অসৎ ব্যবসায়ীরা খেজুর গুড়ে চিনি মেশানোর কারণে চিরচেনা সেই স্বাদও আর থাকছে না। শীত মৌসুমে নলেন গুড়ের পায়েস, রস পিঠা, নারিকেল কুলি ঐতিহ্যের এই পিঠা-পায়েসও কেবল খেজুর গুড়ের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। খেজুরের গুড় উৎপাদনের সংকট নিরসনে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের ঐতিহ্যের মর্যাদা তুলে ধরতে হবে বিশ্বের কাছে। প্রকৃতির এই আশীর্বাদকে সম্পদে রূপান্তর করতে পারলে লাভবান হবেন কৃষক, লাভ হবে দেশের।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই প্রশ্নের উত্তর শুনে চমকে যান ওই সাধু। শিব জানায়, সে নিজেই নিজের প্রপিতামহ।কেন বলেছিলেন জানেন, সে কথায় অনুসন্ধানে যা বেরিয়ে এলে সেটি আপনাদের সামনে পরিবেশন করছে! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যখন যুদ্ধ করছেন এমন সময় একটি জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব হল। সেই লিঙ্গের আদি বা অন্ত ছিল না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কলিযুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

আমরা সর্বদাই সবকিছু জেনে বুঝেও অবুঝের মত কাজ করে থাকি। জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে লড়াই করতে করতেই আমরা অনেকে ক্লান্ত। তবে সবকিছু ঈশ্বরের যে লীলাখেলা এটা আমরা শেষ মুহূর্তে গিয়েই স্বীকার করি। প্রতিটা ইতিহাসের পিছনে মানুষের অস্তিত্বের লড়াই সততার সেটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই।ধ্বংসলীলার জন্য পৃথিবীর বুকে বারবার মানুষকে দায়ী করা হয়েছে, কিন্তু কেন? অহংকার বেশি হওয়ার ফলে আমরা নিজেরাই পৃথিবী কে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।ভগবান নিজেই অসন্তুষ্ট হয়ে পৃথিবী কে বারংবার মানবসভ্যতা বিলুপ্ত করেছে। ভগবান নিজেই মানবকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপ দিয়েছে, ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান প্রাণী বানিয়েছে। ঈশ্বরের নাম যজ্ঞ করার জন্য, কিন্তু নাম যজ্ঞ না করে আজকের যুগেও অসৎ কাজ এবং অহংকারে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছে। আর সেই কারণেই আজ এই মহামারী যার নাম "করোনা"ঈশ্বর তেমনি লীলা খেলায় মেতে উঠেছে ঈশ্বরভক্তি মানুষ এটাই মানে!যুগ যুগ ধরে ধ্বংস করার পিছনে সৃষ্টি করে গেছে সেই জন যিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যুগে যুগে অবতার হয়ে এই পৃথিবী কে রক্ষা করেছে। আমরা সকল ধর্মের এমনই এক প্রবর্তক যিনি হচ্ছেন আজ আমাদের ঈশ্বর। আর সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান চারিযুগে চারটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও বর্ণ পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হন। ভগবান কেন যুগে যুগে আর্বিভূত হন সে সম্পর্কে তিনি ভগবত গীতার (৪/৮) শ্লোকের মাধ্যমে বর্ণনা করে বলেছেন- পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দূষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে। অর্থাৎ "সাধুদের রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"কলিযুগে ভগবান কখন আবির্ভূত হবেন সে সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবত এবং বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কলিযুগে আবির্ভূত হবেন। তিন অবতারের একজন হচ্ছেন ভগবান বুদ্বদেব আরেকজন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। এই দুই অবতারে ভগবান ইতোমধ্যে লীলা বিলাস সম্পূর্ণ করেছেন। কলিযুগের তৃতীয় অবতার রুপে ভগবান কল্কিদেব সম্ভল নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে কলিযুগের শেষাংশে আবির্ভূত হবেন। এখন এই তিন অবতারের কার্য কি হবে সেটাও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা আছে।বুদ্ধদেব সম্পর্কে ভগবতে বলা হয়েছে - সন্মোহায় সুর; দ্বিষাম "ভগবান বুদ্বদেব আবির্ভূত হবেন নাস্তিকদের দণ্ড দিয়ে সমাজে অহিংসা নীতি প্রতিষ্ঠা করা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কার্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি হবেন প্রেমের অবতার। তাঁর কার্য দণ্ড দেয়া নয়, তিনি পাপী-তাপী সবার মাঝে কৃষ্ণ নামের প্রেমসূধা বিতরণ করবেন।ভগবানের শুদ্ব নাম বিতরণে তিনি সর্বদা নিয়োজিত থাকবেন, নামরুপে কৃষ্ণ অবতার। কলিযুগের সর্বশেষ অবতার কল্কি অবতারের কার্য তাহলে কি? কল্কি অবতারের আসার এখন ও ৪ লক্ষ ২৭ হাজার বছর বাকি আছে। কল্কি অবতারের কার্য সম্পর্কে ভাগবতে আছে তিনি দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে পুনরায় সত্যযুগের সূচনা করবেন।সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারটি যুগকে একত্রে বলা হয় এক দিব্যযুগ এরকম একহাজার দিব্যযুগে ব্রহ্মার হয় একদিন।ব্রহ্মার একদিনে ভগবান একবার এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এমনই এক দিব্যযুগে দ্বাপরের শেষভাগে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে কংসের কারাগারে চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপে জনক-জননীর সামনে আবির্ভূত হন। পরে তিনি দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর হোক এতক্ষণ আমরা ভগবানের আবির্ভূত ও আবির্ভাবের কারণ সম্পর্কে জানলাম। এবার দৃষ্টিপাত দেয়া যাক ভগবানের অন্তর্ধান রহস্যের দিকে।

ভগবানের অন্তর্ধান সম্পর্কিত বিষয়ে আমাদের অনেকেরই শাস্ত্রীয় সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। অনেকেই অনেক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। অনেকেই মনে করেন যে, জ্বরা নামক ব্যাধের শরাঘাতে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছে।কিন্তু ভগবান নিজেই গীতায় বলেছেন তিনি জন্ম মৃত্যুর অতীত। অর্থাৎ তিনি অজ এবং অব্যয়। তাহলে শিকারির সামান্য আঘাতে কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়? ভগবানের অন্তর্ধান রহস্য শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও অনান্য প্রামাণিক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের আলোকে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।কুরুক্ষেত্র যুদ্বের ছত্রিশ বছর পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন অশুভ লক্ষণ দেখে যাদবগণকে প্রভাসে সরস্বতী নদীর তীরে স্বস্ত্যয়নাদি সম্পাদন করতে আদেশ করেন। যাদবগণ কৃষ্ণের আদেশ অনুসারে প্রভাসে গমন করেন। সেখানে তাঁরা উৎসবে মগ্ন হন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে মৈরেয় নামক মিষ্টি পানীয় পান করে সবাই নেশা গ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাঁরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কলহ করে একে অপরকে হত্যা করে যার বদৌলতে যাদবগণের কেউ আর জীবিত ছিলেন না।এদিকে শ্রীবলরাম সমুদ্রতীরে গমন করে নিজের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে নিত্যধামে প্রবেশ করেন। বড় ভাই বলরামের অন্তর্ধান দর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শোকে মৌনভাবে ভূমিতে উপবেশন এক শিকারি দূর থেকে ভগবানের বাম পদতলকে হরিণ মনে করে তীর বিদ্ধ করে। শিকারি তৎক্ষণাৎ তার ভুল বুঝতে পেরে ভগবানের পদতলে পতিত হয়ে তার এহেন কার্যের জন্য দণ্ড গ্রহণের অনুরোধ করে। কিন্তু ভগবান শিকারিকে বলেন যে, সে যে কার্য করেছে তা তাঁর (ভগবানের) ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে।এতে তার অনুশোচনা করার কোন কারণ নেই এবং দণ্ড গ্রহণেরও প্রয়োজন নেই। আসলে ভগবান তো ভক্ত বৎসল। তাঁর ভক্তের দোষ ত্রুটি তিনি মার্জনা করেন। কিন্তু কেউ যদি তাঁর ভক্তের চরণে অপরাধ করে তবে সেটি তিনি মার্জনা করেন না। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই শিকারিকে ক্ষমা করে বৈকুণ্ঠ ধামে প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁর নিত্যধাম গোলক বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন। এই হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান রহস্য।একটু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, যিনি কালীয় নাগ, অকাসুর, বকাসুর সহ বড় বড় অসুরদের বধ করলেন এমনকি পুতনার মত রাক্ষসীর বিষ মাখানো স্তন পান করেও যার মৃত্যু হয় নি, তার কিভাবে সামান্য এক শিকারির ছোঁড়া তীরে মৃত্যু হবে?

আসলে কি জানেন এটাই হচ্ছে ঈশ্বরের লীলাখেলা,যে খেলার মধ্যে তিনি এই কলিযুগে বারংবার অবতার হওয়ার কথা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে!কলির ধ্বংসের কারণ আপনারা নিজে চোখে দেখতে পারছেন, দেখুন না আজকের যুগের মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য খুন, খামারি ,রাজধানী, ধর্ষণ, কিনা করতে পারে!তারাই কিন্তু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত, এটাই তো এই যুগের ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

মুকেশ আম্বানির ছেলের বিয়েতে নাচবেন রণবীর-আলিয়া

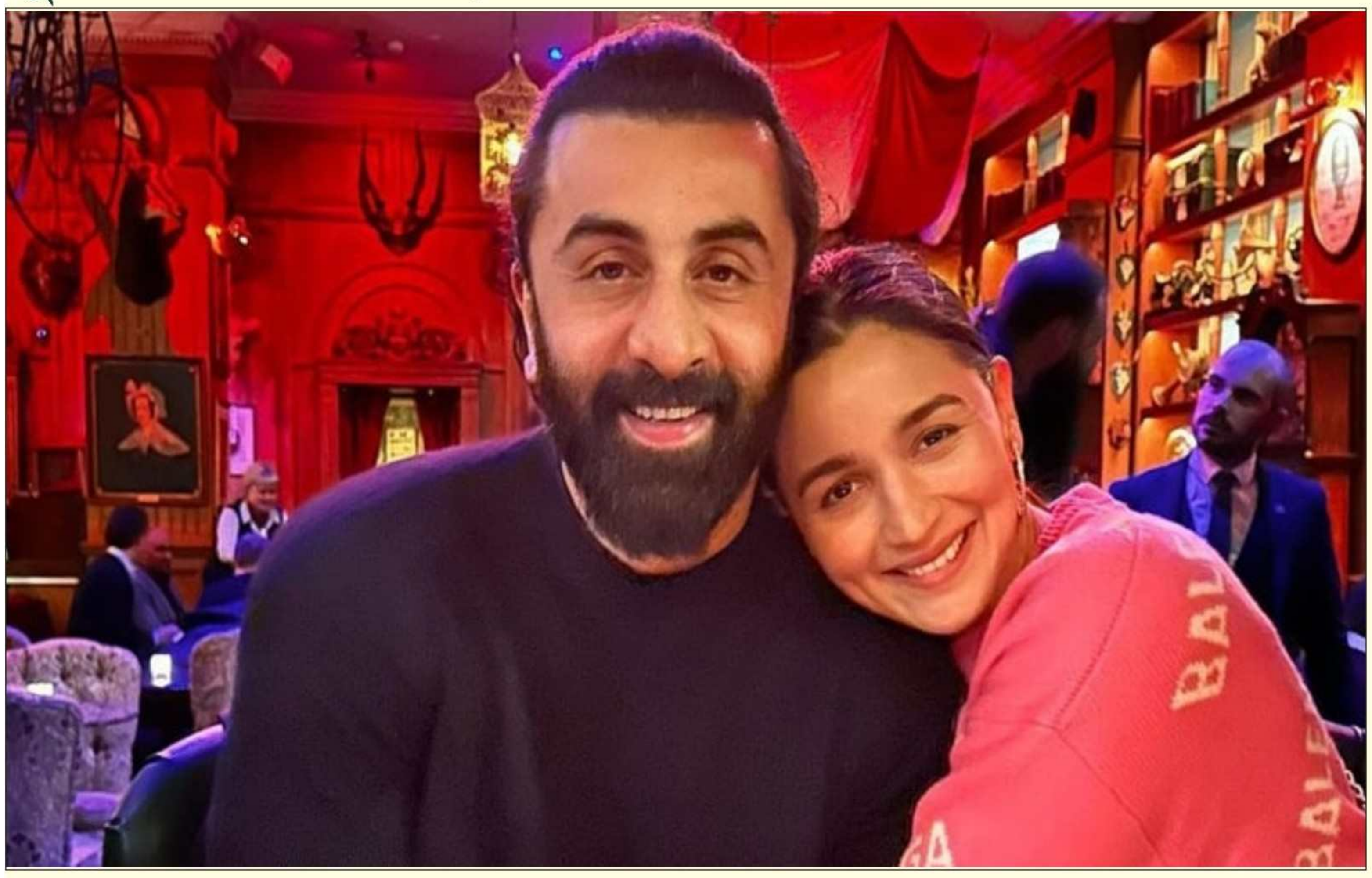

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বর্তমানে এশিয়ার শীর্ষ ধনী ব্যক্তি হচ্ছেন মুকেশ আম্বানি - যিনি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের প্রধান। রিটেইল থেকে শুরু করে তেল শোধনাগার পর্যন্ত তার বিশাল বিনিয়োগের সাম্রাজ্যের পরিমাণ ২২,০০০ কোটি ডলার। তার তিন সন্তান আকাশ-ইশা-অনন্ত। যমজ ছেলেমেয়ে আকাশ-ইশার বিয়ে আগেই হয়েছে। বাকি ছিল আরেক পুত্র অনন্ত আম্বানি।

২০২২ সালের ২৯ ডিসেম্বর রাজস্থানের নাথদ্বারার শ্রীনাথজি মন্দিরে রাধিকা মার্চেন্টের সঙ্গে তার বাগদান সম্পন্ন করেন অনন্ত আম্বানি। এবার সাতপাকে বাঁধা পড়তে যাচ্ছেন অনন্ত-রাধিকা। আর জমকালো বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচবেন বলিউডের তারকা দম্পতি আলিয়া-রণবীর।

টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, অনন্ত আম্বানি-রাধিকা মার্চেন্টের প্রি-ওয়েডিং অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১-৩ মার্চ। গুজরাটের জামনগরে বসবে বিয়ের আসর। অনন্ত আম্বানির প্রি-ওয়েডিং অনুষ্ঠানে নাচবেন রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট দম্পতি। গত ৩ ফেব্রুয়ারি এয়ারপোর্টে কন্যাসহ ফ্রেমবন্দি হন আলিয়া-রণবীর। মূলত, এ অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার আগে অনুশীলন করছেন তারা। এজন্য গুজরাটে গিয়েছিলেন এই দম্পতি।

১২ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানলেন এশা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ১২ বছরের সংসার ভাঙল বলিউড অভিনেত্রী এশা দেওলের। ২০১২ সালের জুন মাসে হিরে ব্যবসায়ী ভরত তখতানির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন এশা। গেল মাসেই গুঞ্জন উঠেছিল এ তারকা দম্পতির বিচ্ছেদের। আর এক মাস না যেতেই সে গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন এশা। তবে এশা ও ভরতের সংসার কেন ভাঙল, সে বিষয় জানা যায়নি। ভারতীয় গণমাধ্যম দিল্লি টাইমসকে যৌথ একটি বিবৃতি পাঠিয়েছেন এশা ও ভরত। বিবৃতিতে এ দম্পতি লেখেন- আমরা যৌথভাবে আলাদা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জীবনের এই পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার পাবে আমাদের দুই সন্তান। আমাদের প্রাইভেসি রক্ষা করলে সম্মানিত বোধ করব।

মূলত, সোশ্যাল মিডিয়া রেডিট থেকে এশা দেওল ও ভরতের বিয়েবিচ্ছেদের গুঞ্জন চাউর হয়। সংসার ভাঙার কারণ ব্যাখ্যা করে নেটিজেনরা দাবি করেছিলেন, ভরত অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে এশার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। তবে কী কারণে সংসার ভেঙে গেলো, তার কোনো ব্যাখ্যা বিবৃতিতে দেননি এই দম্পতি।

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালের জুন মাসে হিরে ব্যবসায়ী ভরত তখতানির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন এশা। ২০১৭ সালে প্রথম সন্তান রাধ্যার জন্ম হয়। এর ঠিক দুবছর পর দ্বিতীয় সন্তান মীরার জন্ম হয়।

২০০২ সালে রোমান্টিক থ্রিলার সিনেমা 'কোই মেরে দিল সে পুছে' দিয়ে হিন্দি সিনেমায় অভিষেক হয় এশার। ছবিটির জন্য ফিল্মফেয়ারে সেরা নবাগত অভিনেত্রীর পুরস্কার পান এশা। এরপর এশাকে দেখা যায় 'ধুম', 'নো এন্ট্রি', 'কাল' ইত্যাদি সিনেমায়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কি রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, স্পষ্ট করলেন শর্মিলা ঠাকুর

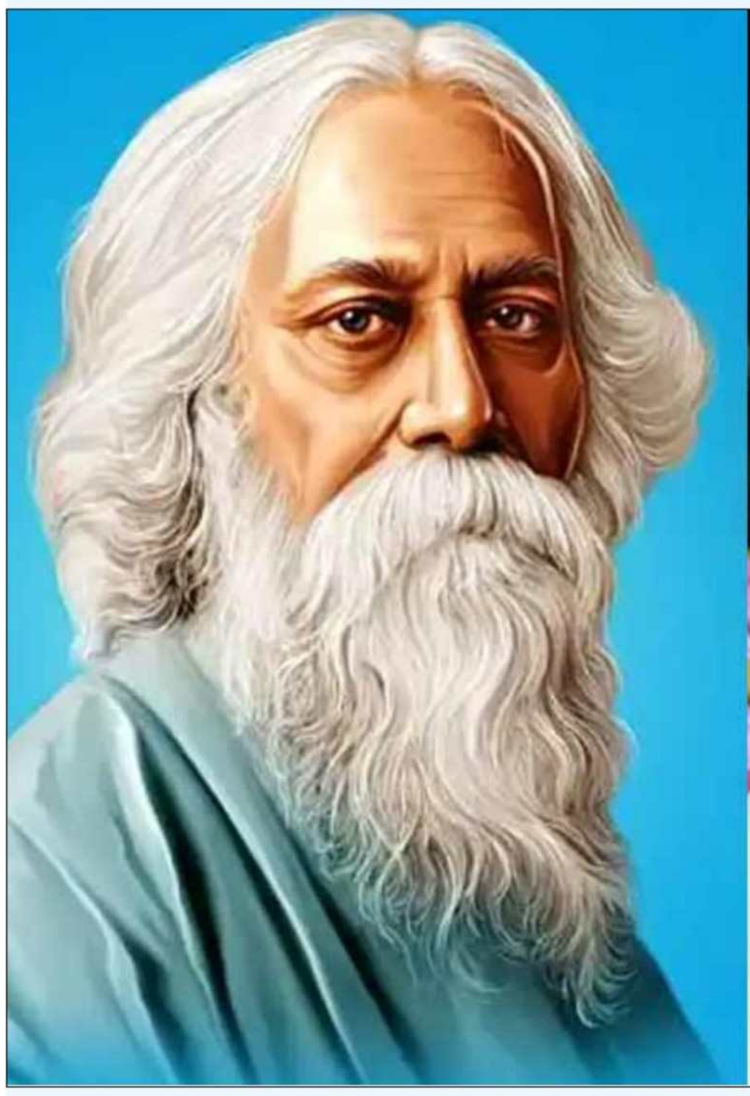

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের একজন শর্মিলা ঠাকুর। এই বাঙালি অভিনেত্রী ঠাকুর পরিবারের সন্তান হলেও একসময় মুম্বাই পাড়ি দেন। সেখানে নবাব পরিবারের বউ হন। দীর্ঘদিন টালিউডের বিখ্যাত পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন। এরপর দাপটের সঙ্গে কাজ করতে থাকেন মুম্বাইয়ে।

এ অভিনেত্রী ঠাকুর পরিবারের হলেও মুসলিম পরিবারে বিয়ের পর ধর্ম পরিবর্তন করেছিলেন। শর্মিলা নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন আয়েশা বেগম। একদিকে পর্দার ক্যারিয়ার, অন্যদিকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের বউ হয়ে জীবনযাপন, সবই সামলাতে হয়েছে তাকে। কিন্তু ঠাকুর পরিবারে জন্ম হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন উঠেছে- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে কিনা?

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ ব্যাপারে কথা বলেছেন অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। তিনি বলেন, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তার দাদার বংশধর আমরা। আমার ঠাকুরদার বাবা গুনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই। তারা দু'জনই ভালো পেইন্টার ছিলেন।

এ অভিনেত্রী বলন, জাপানি শিল্পীদের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের প্রতিভা যারা তুলে ধরেছিলেন। সেদিক থেকেই আমার সম্পর্ক। ওই সময় ঠাকুর পরিবার একে অন্যের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। একে অন্যকে চিনতো। কিন্তু এখন কিছুটা এদিক ওদিক হয়ে গেছে। কে কোথায় থাকে সেসব জানা মুশকিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবার ভাইয়ের পরিবারে জন্ম শর্মিলা ঠাকুরের। কিন্তু নিজ সন্তানদের কতটুকু বাংলা শেখাতে পেরেছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যতটুকু পেরেছি তা শেখানোর চেষ্টা করেছি সন্তানদের। তবে সবটা যে পেরেছি তা নয়। সবসময় বাংলার প্রতি আমার টান থাকবে। সোহা বাংলা সিনেমায় কাজ করেছে। এ কারণে সে একটু বাংলা জানে। সাইফ করেনি। তবে আমার পরিবার সম্পর্কে জানে তারা।

শিবের প্রতি ভক্তি, গান গেয়ে প্রমাণ দিলেন অক্ষয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের অনেক তারকাই অভিনয়ের পাশাপাশি গানেও প্রতিভা দেখিয়েছেন। সেই তালিকায় এবার নাম লেখালেন অক্ষয় কুমার। সোমবার অভিনেতা নিজের গাওয়া ভক্তিমূলক গান 'শম্ভু'র মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করেছেন। সুধীর যদুবংশী ও বিক্রম মন্ত্রজের সঙ্গে গানটি গেয়েছেন অক্ষয়। গান প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, 'আমার হৃদয়ের গভীর থেকে এসেছে শম্ভু। দীর্ঘকাল আমি শিবভক্ত ছিলাম, কিন্তু ইদানীং তাঁর সঙ্গে আমার সংযোগ ও তাঁর প্রতি ভক্তি আরও গভীর হয়েছে।

অভিনেতা আরও বলেন, 'শিবের প্রতি আমার যে ভক্তি, তার কেবল এক ফোঁটা এ গান!'

গানটিতে অক্ষয়কে শিবভক্ত রূপে দেখা গেছে। তাঁর কপালে দেখা গেছে তিলক। অক্ষয় সম্প্রতি 'বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ' ছবির শুটিং শেষ করেছেন। এ ছবিতে আরও রয়েছেন টাইগার শ্রফ।

অলিম্পিক বাছাইয়ে

হারলো ব্রাজিল, জেতেনি আর্জেন্টিনাও

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অলিম্পিক বাছাইয়ের আমেরিকান অঞ্চলের চূড়ান্ত বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচে প্যারাগুয়ের কাছে ১-০ গোলে হেরে গেছে ব্রাজিল অনূর্ধ্ব-২৩ দল। এ পরাজয়ে তারা অলিম্পিকের চূড়ান্ত পর্বে খেলতে পারবে কিনা তা অনিশ্চিত।

পরের ম্যাচে জিততে পারেনি ব্রাজিলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনাও। হাভিয়ের মাচেরানোর দল ২-২ গোলে ড্র করেছে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে।

অলিম্পিক ফুটবলের বাছাইপর্বে দক্ষিণ আমেরিকার থেকে সুযোগ পাবে দু'টি দল। আঞ্চলিক বাছাইপর্বের চূড়ান্ত পর্বে খেলছে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও ভেনেজুয়েলা। এই চার দলের বাছাইপর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভেনেজুয়েলায়।

খেলতে নেমে প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে ফ্যাব্রিজিও পেরালতার হেড থেকে পাওয়া গোলে এগিয়ে যায় প্যারাগুয়ে। এর আগেই গোলের মহাসুযোগ নষ্ট করে ব্রাজিল। ২৯ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল দলটি। ব্রাজিল ফুটবলের নতুন তারকা এনড্রিক সেই পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত সেই গোল শোধ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেন ব্রাজিলের তরুণ এনড্রিক। শেষ পর্যন্ত আর পারেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত হেরেই মাঠ ছড়েন ব্রাজিলিয়ান তরুণরা।

পরের ম্যাচে যোগ করা সময়ের দশম মিনিটে করা পেনাল্টি গোলে আর্জেন্টিনার সঙ্গে ড্র করে স্বাগতিক ভেনেজুয়েলা। লাল কার্ড ও আত্মঘাতী গোলে ভরপুর ম্যাচটি আর্জেন্টাইনরা শেষ করে ৯ জন নিয়ে। ভেনেজুয়েলাও স্বস্তিতে ছিল না, তাদেরও একজন দেখেছেন লাল কার্ড। আর দুই দলই প্রথম গোলটি পেয়েছে আত্মঘাতী গোলের সৌজন্যে। প্রথমার্ধে ১-১ গোলে সমতায় থাকা ম্যাচে ৬১ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। এরপর শেষের নাটক।

বর্তমানে ব্রাজিল শীর্ষ দুই দলের বাইরে আছে। অপরদিকে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে আর্জেন্টিনা জিততে না পারলেও আলবিসেলেস্তারা আছে দ্বিতীয় স্থানে। এই ভেনেজুয়েলার বিপক্ষেই আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পরের ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। আর প্যারাগুয়ের বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা। ১১ ফেব্রুয়ারি ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।

হাঁটুর চোটে লম্বা সময়ের জন্য

মাঠের বাইরে মার্টিনেজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ এরিক টান হাগের কথাতেই টের পাওয়া যাচ্ছিল লিসান্দ্রো মার্টিনেজের চোটের মাত্রা। হলোও তাই। হাঁটুর লিগামেন্টের চোটে লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন এই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার।

ইউনাইটেড বিবৃতি দিয়ে জানায়, ২৬ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে অন্তত আট সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে বলে ধারণা করছে তারা। তবে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই তার।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে গত রবিবারপ্রিমিয়ার লিগে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ের ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে চোট পান লিসান্দ্রো মার্টিনেজ। প্রথমে খেলা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি, কিন্তু পারেননি। ৭১তম মিনিটে তাকে তুলে নেন কোচ। ম্যাচের পর টেন হাগ বলেন, মার্টিনেজের চোটের অবস্থা 'ভালো দেখাচ্ছে না' এবং এটা খেলোয়াড়ের নিজের জন্য 'আরও বড় ক্ষতির'।

পায়ের চোটে প্রায় চার মাস বাইরে থাকার পর প্রিমিয়ার লিগে কেবল তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নেমেই এই চোট পেলেন মার্টিনেজ। দলের পাশাপাশি তার নিজের জন্যও তাই এটি বড় ধাক্কা।

গত বছরের এপ্রিলে পায়ের মেটাটারসালে চিড় ধরা পড়ায় ২০২২-২৩ মৌসুমের শেষ দিকে খেলতে পারেননি মার্টিনেজ। চলতি মৌসুমের প্রথমভাগেও অনেক দিন বাইরে ছিলেন তিনি। গত ১৪ জানুয়ারি টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ফেরার আগে দলের মোট ২২টি ম্যাচে বাইরে থাকতে হয় তাকে।

চলতি মৌসুমে ভীষণ বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া ইউনাইটেড সম্প্রতি কেবলই ছন্দে ফেরার আভাস দিচ্ছে, তার মধ্যেই হারাতে হলো লিসান্দ্রো মার্টিনেজকে। ২৩ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগে ষষ্ঠ স্থানে আছে টেন হাগের দল। তাদের চেয়ে ১৩ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল।

মোহনবাগান জয়ে ফিরলেও

হাসি ফিরল না হাবাসের!

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বছর শেষ হয়েছিল আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিক। কোচ হুয়ান ফেরান্দোকে ছাঁটাই করা হয়। ক্লিফোর্ড মিরান্ডার কোচিংয়ে কলিঙ্গ সুপার কাপে খেলেছিল মোহনবাগান। আইএসএলের দ্বিতীয় পর্বে হাবাস দায়িত্ব নেন। প্রথম ম্যাচই ছিল ডার্বি। দু-বার পিছিয়ে পড়েও ড্র করে মোহনবাগান। তার আগে অবধি ডার্বিতে একশো শতাংশ জয়ের রেকর্ড ছিল হাবাসের। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে চার ম্যাচ পর জয়ে ফিরল মোহনবাগান। ঘরের মাঠে হায়দরাবাদ এফসিকে ২-০ ব্যবধানে হারাল সবুজ মেরুন। দল জয়ে ফিরলেও হাবাসের মুখে হাসি ফিরল না!

পয়েন্ট টেবলে লাস্ট বয় হায়দরাবাদ এফসি। স্কোয়াডে সকলেই ভারতীয় প্লেয়ার। কলিঙ্গ সুপার কাপেও নজর কেড়েছিল হায়দরাবাদ। অল-ইন্ডিয়ান প্লেয়ার নিয়ে তৈরি হায়দরবাদের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের স্কোরলাইন ঠিক কী হতে পারত, এ যেন প্রত্যাশার বাইরে। সে কারণেই কি মুখে হাসি দেখা গেল না হাবাসের? বল পজেশন হোক বা সুযোগ তৈরি। মোহনবাগান অনেক অনেক এগিয়ে। কিন্তু স্কোরলাইন মোহনবাগানের পক্ষে মাত্র ২-০!

হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৩-৫-২ ফর্মেশন নামিয়েছিলেন হাবাস। এর থেকেই পরিষ্কার আক্রমণাত্মক ফুটবলেই নজর ছিল মোহনবাগানের। সেই খেলাই দেখা গেল। কিন্তু স্কোরলাইন ২-০! মোহনবাগান সব মিলিয়ে ১৩টি শট নিয়েছে। এর মধ্যে ১০টি সেভ করেছেন হায়দরাবাদ এফসির তরুণ গোলরক্ষক গুরমীত সিং। মোহনবাগানের দুটি গোলই এসেছে প্রথমার্ধে। দ্বিতীয়ার্ধেও একঝাঁক সুযোগ নষ্ট। ফিনিশিংয়ের অভাব যেন বিরক্তিতে রাখল হাবাসকে। যদিও ম্যাচ শেষে জানান, স্কোরলাইন ছোট তবে ক্লিনশিট এবং জয়ে খুশি হাবাস। তাঁর অভিব্যক্তিতে কোনও উচ্ছ্বাস ধরা পড়ল না। জনি কাউকোর ক্যামিও পারফরম্যান্সেও খুশি হাবাস।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাতে

৭ ওভারও লাগল না অস্ট্রেলিয়ার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আগের দুই ম্যাচে বড় জয় নিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। এবার সিরিজের শেষ ম্যাচে রেকর্ডগড়া জয়ে ক্যারিবীয়দের হোয়াটওয়াশ করেছে অসিরা। মঙ্গলবার ক্যানবেরায় টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ২৪.১ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলআউট হয়ে যায় ৮৬ রানে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৬.৫ ওভারে লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে অস্ট্রেলিয়া। ২৫৯ বল আর ৮ উইকেট হাতে রেখেই ম্যাচটি জিতে নেয় অসিরা।

ওয়ানডে ইতিহাসে সংক্ষিপ্ততম জয়ের তালিকায় এই ম্যাচটি ষষ্ঠতম। যেখানে খেলা হয়েছে মাত্র ১৮৬ বলের। এছাড়া ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার এটাই সবচেয়ে বেশি বল হাতে রেখে জয়ের রেকর্ড। এদিন অবশ্য আরেক কীর্তি গড়েছে তারা। ভারতের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে ওয়ানডেতে স্পর্শ করল এক হাজার ম্যাচ খেলার মাইলফলক।

টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ক্যারিবীয়দের ব্যাটিং অর্ডার। দুই অঙ্কের ঘর পেরোতে পেরেছেন কেবল তিন জন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বোচ্চ ৬০ বলে ৩২ রান করেন অ্যালিক অ্যাথানিজে। ১২ রান করে রোস্টন চেজ। এ ছাড়া কিসি কার্টি করেন ১০ রান। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ২১ রান খরচায় ৪ উইকেট শিকার করেন জাভিয়ার বার্টলেট। তার চার উইকেট ছাড়াও দুটি করে শিকার করেছেন অ্যাডাম জ্যাম্পা ও ল্যান্স মরিস।

৮৭ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমেই ঝোড়ো শুরু করেন দুই ওপেনার জ্যাকে ফ্রেজার ম্যাকগ্রার্ক ও জস ইঙ্গলিস। ১৮ বলে ৪১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে আউট হয়ে যান ম্যাকগ্রার্ক। আলজারি জোসেফের বলে গুদাকেশ মতির হাতে ক্যাচ হন তিনি। এরপর স্মিথকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জয় নিশ্চিত করেই মাঠ ছাড়েন ইংলিস। ১৬ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৩৫ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। এ ছাড়া অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ টিকে ছিলেন ৩ বলে ৬ রানে। ম্যাচটি শেষ হয়ে গেছে মাত্র ৬.৫ ওভারে।

দুই দল এখন খেলবে তিন ম্যাচে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। যার প্রথমটি শুক্রবার হোবার্টে।

হংকংয়ে না খেলার ব্যাখ্যা দিলেন মেসি

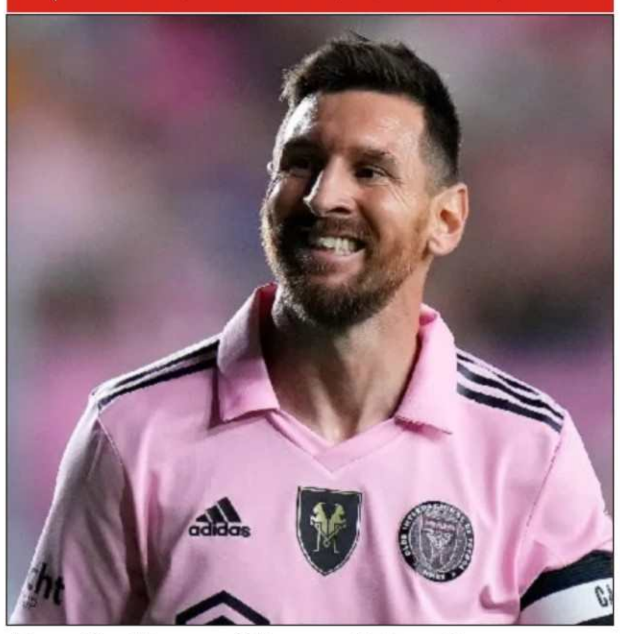

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া সফরে আছে লিওনেল মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামি। আল হিলাল ও আল নাসরের বিপক্ষে রিয়াদ কাপে অংশ নিয়েছে মেসি-সুয়ারেজ-বুসকেটসদের ক্লাব। এরপর হংকং ইলেভেনের বিপক্ষে খেলেছে ম্যাচ। সৌদি সফরে দুই ম্যাচেই হারলেও হংকংয়ের বিপক্ষে ৪-১ গোলের জয় পায় ইন্টার মায়ামি। ওই ম্যাচে খেলেননি লিওনেল মেসি। যে কারণে হংকংয়ের ভক্তরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মেসিকে না খেলানোয় ইন্টার মায়ামির অন্যতম মালিক ডেভিড বেকহ্যামকে দোষারোপ করেন এবং আয়োজকদের কাছে অর্থ ফেরত চান ভক্তরা। জল বেশ ঘোলা হওয়ার পর মেসি ওই ম্যাচে খেলতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। জানিয়েছেন, ম্যাচ খেলার মতো ফিট ছিলেন না তিনি, 'সত্যি হলো, হংকং ম্যাচে আমার খেলতে না পারাটা দূর্ভাগ্য। ফুটবলে এমন ঘটনা ঘটেই, আমাদের ইনজুরি হয়ে যায়। তবে ম্যাচটা আমি খেলতে চেয়েছিলাম, ভক্তরাও উচ্ছ্বসিত ছিল, সেজন্যই তো এতো দূর ভ্রমণ করে আসা। আশা করছি, পরে কোন সময় এখানে আমি খেলতে পারবো।'

মেসিদের পরবর্তী ম্যাচ জাপানের ক্লাব ভিসেল কোবের বিপক্ষে। ওই ম্যাচে মেসি খেলতে পারবেন কিনা নিশ্চিত নন। তবে বুধবারের ম্যাচ খেলার বিষয়ে কিছুটা আশার কথা জানিয়েছেন মেসি, 'গত কিছুদিনের তুলনায় এখন বেশ ভালো অনুভব করছি। পরের ম্যাচ খেলতে পারবো কিনা, সত্যি বলতে আমি এখনও ঠিক জানি না। সব নির্ভর করছে, অনুশীলন করতে পারার ওপর। তবে আমি ভালো অনুভব করছি।'

মুম্বাই কেন রোহিতকে নেতৃত্ব থেকে সরালো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের দীর্ঘদিনের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তার অধীনে শচীন টেন্ডুলকার পর্যন্ত খেলেছেন। দলকে পাঁচটি আইপিএল শিরোপা জিতিয়েছেন তিনি। ওই রোহিতকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে হার্ডিক পান্ডিয়ার কাঁধে ভার তুলে দিয়েছে মুম্বাই। হার্ডিক পান্ডিয়া মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে আইপিএল ক্যারিয়ার শুরু করেন। গুজরাট টাইটান্স আইপিএলে এসে তাকে মোটা অঙ্কের অর্থে কিনে নেতৃত্বভার দেয়। সেখানে দুই আসরের একটিতে চ্যাম্পিয়ন ও অন্যটিতে রানার্স আপ হয়েছে গুজরাট। এরপরই তাকে ফিরিয়েএনেছে মুম্বাই।

হার্ডিককে অধিনায়ক করার বিষয়ে দলটির অধিনায়ক মার্ক বাউচার বলেন, 'এটি একটি ক্রিকেটীয় সিদ্ধান্ত। আমার মতে, দলটি এখন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ভারতের ভক্তরা সহজে এটি বুঝতে চান না, তারা বড্ড আবেগি। রোহিতের থেকে (নেতৃত্বভার মুক্তি) সেরাটা বের করে আনবে। তাকে মাঠে নেমে খেলাটা উপভোগ করতে এবং রান করতে দিন।' গত দুই আসরে রোহিত ব্যাট হাতে তার সেরাটা দিতে পারেননি। মুম্বাইও আসরে ভালো করেনি। সর্বশেষ আসরে তো সবার নিচে থেকে শেষ করেছে। জাতীয় দল ও আইপিএলের দলের নেতৃত্ব তার জন্য কঠিন হচ্ছে এবং ক্যামেরা ও ব্যস্ততা থেকে রোহিতকে দূরে রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন বাউচার। তিনি বলেন, 'খেলোয়াড় হিসেবে এটা রোহিতের জন্য উপভোগ করার সময়। আমরা চাই, নেতৃত্বের হাইপ ছেড়ে সে মাঠে সময়টা উপভোগ করুক। অন্যদিকে হার্ডিকও একজন ইন্ডিয়ান্স। অন্য একটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সে শিরোপা জিতেছে, রানার্স আপ হয়েছে। সুতরাং তার নেতৃত্বগুনও অসাধারণ।'

অ্যাওয়ে ম্যাচে হার ইস্টবেঙ্গলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সদ্য কলিঙ্গ সুপার কাপ জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। তাও আবার সব ম্যাচ জিতে। তার আগে আইএসএলেও ধারাবাহিক ভালো খেলছিল। টানা অপরাজিত ছিল ইস্টবেঙ্গল। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ডার্বি দিয়ে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডার্বিতে দু-বার এগিয়েও ড্র করে ইস্টবেঙ্গল। তাতেও অবশ্য নানা প্রাপ্তি ছিল। আইসএসএলের ইতিহাসে প্রথম বার ডার্বি থেকে কোনও পয়েন্ট পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সব এনার্জি যেন ডার্বিতেই শেষ! প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলের পরিস্থিতি ছিল তাই। দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টা ব্যর্থ। ২-৩ ব্যবধানে হার ইস্টবেঙ্গলের। ম্যাচের ৪ ও ১৫ মিনিটে দুটি গোল হজম ইস্টবেঙ্গলের। এ মরসুমে ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্স ঈর্ষণীয়। এর আগে পাঁচ ম্যাচে ক্লিনশিট রেখেছিল তারা। যদিও ডিফেন্সই হতাশা তৈরি করল নর্থ ইস্ট ম্যাচের শুরুতে। প্রথম গোলটি করেন অস্ট্রেলিয়ার টমি ইউরিচ। ১৫ মিনিটে নর্থ ইস্টের হয়ে ব্যবধান বাড়ান নেস্টর। নর্থ ইস্টের গতির কাছে বারবার পরাস্থ হয় ইস্টবেঙ্গল। মাঝ মাঠে সৌভিকের মতো অভিজ্ঞ মিডফিল্ডারের না থাকা সমস্যার হয়ে দাঁড়াল। তার উপর এই ম্যাচে কার্ড দেখলেন ক্লেটন সিলভা। পরের ম্যাচে পাওয়া যাবে না ক্যাপ্টেনকে।

দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গলের মরিয়া লড়াই বেশ স্বস্তির। দুই নতুন বিদেশির অভিষেক হল ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে। দু-জনকেই পরিবর্ত হিসেবে নামানো হয়। ফেলিসিও ব্রাউনকে আগে নামানো হয়। ৭৬ মিনিটে নামেন ভিক্টর ভাসকেজ। ০-২ পিছিয়ে বিরতিতে ইস্টবেঙ্গল। ৫৩ মিনিটে নন্দকুমারের গোলে ব্যবধান কমায় ইস্টবেঙ্গল। তাতেও লাভ হয়নি। দ্রুতই স্কোরলই ৩-১ করেন টমি ইউরিচ। ১-৩ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় ব্যবধান কমান নতুন বিদেশি ফেলিসিও ব্রাউন। শেষ অবধি ২-৩ স্কোরলাইনে যেন ইস্টবেঙ্গলে আপশোস। দুই বিদেশিকে যদি আগে নামানো হত!

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR